



27227 - ফজররে ওয়াক্ত হয় নাই মনে করে আযানরে পর পানি পান করছে

প্রশ্ন

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তাই ফজররে আযান শুনিনি। ঘড়ির এলার্ম সঠিক সময়রে চয়ে বেলিমবে সটে করা ছিল। আমি এক গ্লাস পানি পান করার পর নামাযরে ইকামত শুনতে পেলোম। এমতাবস্থায় আমার উপর কী বর্তাবে? সবে ব্যাপারে আমাকে অবহতি করুন। আপনারা সওয়াব পাবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

যে ব্যক্তি ফজররে ওয়াক্ত হয়নি মনে করে, পানাহার করে ফেলেছে; পরবর্তীতে প্রতীয়মান হয় যে তখন ফজররে ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে; আলমেদরে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা সবে ব্যক্তি সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তাই সবে ওজরগ্রস্ত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “যদি রোযাদার অজ্ঞতা বশতঃ রোযা-ভঙ্গকারী কোন একটি বিষয়ে লিপ্ত হয় সেক্ষেত্রে তার রোযা শুদ্ধ হবে। তার এ অজ্ঞতা সময় সম্পর্কে হোক কিংবা হুকুম সম্পর্কে হোক। সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হল, কটে শেষে রাতে ঘুম থেকে উঠল, তার ধারণা ছিল যে, তখনও ফজররে ওয়াক্ত হয়নি, তাই সবে পানাহার করে নলি। কিন্তু বাস্তবে প্রতীয়মান হল যে, তখন ফজররে ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন ব্যক্তির রোযা শুদ্ধ হবে। যহেতু তিনি সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।

আর হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হচ্ছে, কোন রোযাদার শঙ্কি লাগাল। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, শঙ্কি লাগালে রোযা ভঙ্গে যায়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বলা হবে: আপনার রোযা শুদ্ধ। এই অভিমতের দলিল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী: “হে আমাদরে রব! যদি আমরা বস্মিত হই অথবা ভুল করিতবে আপনি আমাদরেকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদরে রব! আমাদরে পূর্ববর্তীগণরে উপর যমেন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদরে উপর তমেন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদরে রব! আপনি আমাদরেকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ্য আমাদরে নহে। আর আপনি আমাদরে পাপ মোচন করুন, আমাদরেকে ক্ষমা করুন, আমাদরে প্রতিদয়া করুন, আপনি আমাদরে অভিবাক। অতএব কাফরে সম্প্রদায়রে বরিদ্ধে আমাদরেকে সাহায্য করুন।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬] এটি কুরআনরে দলিল।



আর সুন্যাহ্ৰ দললি হচ্ছহে: ইমাম বুখারী তাঁর সহহি গ্রন্থে আসমা বনিতহে আবু বকর (রাঃ) থকে বর্ণনা করনে যহে, তিনি বলনে
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামহে যামানায় একবার মঘোচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করে ফলেলাম, এরপর সূর্য
উঠল।” অর্থাৎ তারা দিনি থাকতে ইফতার করে ফলেছেন। কনিতু তারা জানতনে না। বরং তাদরে ধারণা হয়ছেলি যহে, সূর্য ডুবহে
গছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে সহে রঘোটি কাযা পালন করার নর্দশে দনেনি। যদিকাযা পালন করা
ওয়াজবি হত তাহলে তিনি অবশ্যই তাদরেকে সহে নর্দশে দতিনে। আর যদি তিনি তাদরেকে নর্দশে দতিনে তাহলে সহে তথ্য
আমাদরে কাছহে অবশ্যই পহেঁছত।”[মাজমুউল ফাতাওয়া ১৯]

আরও জানতে দেখুন [38543](#) নং প্রশ্নোত্তর